রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রশাসন-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১০-আইন/২০১৭।—যেহেতু, Petroleum Act, 1934 (Act, No. XXX of 1934), অত:পর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 4 এবং section 29 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিবার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী উক্ত Act এর section 29 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এবং এ বিষয়ে আপত্তি বা পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে ৫ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ২০০-আইন/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রাক্-প্রকাশ করিয়াছিল; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে কাহারো নিকট হইতে কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া যায় নাই; এবং

যেহেতু, প্রাক্-প্রকাশ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনটি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর Petroleum Act, 1934 রহিতকরণপূর্বক পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

সেহেতু, পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর ধারা ৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত বিধিমালার নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) দ্বিতীয়বার উল্লিখিত বিধি ৮, বিধি ৯ হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে, এবং উক্তরূপে পুনঃসংখ্যায়িত বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (১) ও (১ক) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপাদন বা অন্য কোন শিল্পে ব্যবহার ব্যতিরেকে কোন ধরনের ফল পাকানোসহ অন্য কোন উদ্দেশ্যে কার্বাইড বিক্রয় করা যাইবে না।";

(গ) বিধি ২৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৪। কার্বাইড পরিবহন।—এই বিধিমালার অধীনে লাইসেন্সকৃত মজুদাগারে মজুদের উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মজুদের লাইসেন্সধারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি কার্বাইড পরিবহন করিতে পারিবেন না।";

(ঘ) বিধি ২৫ বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) বিধি ২৭ এ উল্লিখিত "শর্ত অনুসরণ সাপেক্ষে" শব্দগুলির পর ", প্রত্যেক লাইসেন্সধারী কর্তৃক" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(চ) বিধি ২৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৮। জলযানে কার্বাইড পরিবহন।—জলযানে কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক লাইসেন্সধারীকে এই বিধিমালার বিধান এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনা অনুরসণ করিতে হইবে।";

(ছ) বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) ও (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) উপ-বিধি (১ক) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কার্বাইড মজুদ করিতে পারিবেন না।

(১ক) কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে, গবেষণা বা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক এর পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তে সর্বোচ্চ ৪ (চার) কিলোগ্রাম পর্যন্ত কার্বাইড মজুদ করা যাইবে, যথা:—

(অ) বিধি ৩ এ নির্ধারিত ধারণ পাত্রের প্রতিটিতে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম এর অধিক কার্বাইড মজুদ করা যাইবে না;

(আ) কার্বাইড মজুদাগার শুষ্ক এবং উহাতে বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ই) কার্বাইড মজুদাগারে যাহাতে অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ঈ) কার্বাইড মজুদাগার সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষ, প্রধান পরিদর্শক এবং বিস্ফোরক পরিদর্শককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।";

(জ) বিধি ৫৮ এ উপ-বিধি (১) এর "নিরাপত্তার" শব্দের পরিবর্তে "নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঝ) তফসিল-২ এর—

(অ) 'খ' ফরম এর লাইসেন্সের শর্তাবলীর ৯ নং শর্ত বিলুপ্ত হইবে;

(আ) 'গ' ফরম এর লাইসেন্সের শর্তাবলীর ৯ নং শর্ত বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ই) 'ঘ' ফরম এর লাইসেন্সের শর্তাবলীর ৯ নং শর্ত বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা নওয়ারা জাহান
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd